Class – VI

Subject-Bengali

হাট

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১. "দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ---/ আঁধারেতে থাকে হাট। "--- হাট কেন আঁধারে থাকে?

উত্তর : হাট বহু মানুষের মিলনস্থল হলেও তার চরিত্র আসলে নৈর্ব্যক্তিক, তার সঙ্গে কারও কোনও ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই। তা যেমন সকলের, তেমনই তা কারও নয়ও বটে। মানুষ যেভাবে তার নিজের বাড়িতে প্রতিদিন সকালে ঝাঁট দেয়, সন্ধ্যায় জ্বালে মঙ্গলপ্রদীপ, হাটে কেউ তা করে না। হাটের দোচালা দোকানগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কোনও প্রয়োজন বা আকর্ষণ না থাকায় আর সেখানে মানুষের পা পড়ে না। এইকারণেই রাতে দূরের গ্রামগুলিতে আলো জ্বলে উঠলেও হাটে সারারাত অন্ধকার থাকে।

২. "হানাহানি করে কেউ নিল ভ'রে,/ কেউ গেল খালি ফিরে।"--- উদ্ধৃতিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : সারাদিন অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতা ও চেনা-অচেনার ভিড়ে হাট থাকে কোলাহলমুখর আর ব্যস্ত। বিচিত্র সামগ্রীর সঙ্গে চেনাচিনি, দরাদরি, এমনকী অচল কানা কড়িটিকে নিয়েও টানাটানি এখানে চলতেই থাকে। ওপারের লোক নতুন পণ্য নিয়ে পসরা সাজালে এপারের মানুষ দাঁও ফস্কাবার ভয়ে আগেভাগে ছুটে যায়। কত সামগ্রী পড়তে না পড়তে বিক্রি হয়ে যায়, তার মধ্যে অনেক ফালতুও থাকে। আবার কত যথার্থ ভালো জিনিসও অনেক সময় পড়ে থাকে অবিক্রীত। জীবনের মতোই এখানেও যেন সর্বক্ষণ এক খেলা চলছে। যে জিতল সে পেল বিজয়ীর সম্মান, অর্থ, প্রতিপত্তি। আর যাকে হেরে যেতে হলো সে ফিরল খালি হাতে।

৩. "ওপারের লোক নামালে পসরা / ছুটে এপারের ক্রেতা।"--- ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : হাট মানুষে-মানুষে মিলনের ক্ষেত্র তৈরি করে। তা এপার ও ওপারে সেতুবন্ধনের কাজ করে। কিন্তু এই মিলনের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত উষ্ণতা থাকে না, নিছক ব্যবসায়িক কারণেই এই মেলামেশা। এখানে দু'পক্ষের পরিচয় কেবল ক্রেতা ও বিক্রেতার।

৪. "...বিকালবেলায় বিকায় হেলায়/ সহিয়া নীরব ব্যথা।"--- প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : হাটের মাঝে কত খারাপ জিনিসও সহজে বিক্রি হয়ে যায়, আবার কত ভালো জিনিসও অনেক সময় পড়ে থাকে ক্রেতার অভাবে। শিশির-ধোয়া তাজা যে ফলটির সকালেই বিকিয়ে যাওয়ার কথা, তা হয়তো সারাদিন বহু মানুষের হাতে

যাচাই হতে হতে শেষে বিকেলবেলায় নিতান্ত মামুলি দামে বিক্রি হয়। মানুষের জীবনও এমনই। শুধুমাত্র যথাযথ যোগাযোগের অভাবে কত মানুষের আজীবনের সাধনা তার মূল্য পায় না। অদৃষ্ট বুঝি এমনই নিষ্ঠুর।

৫. "উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে/ চিরকাল একই খেলা। "--- কবির এমন বক্তব্যের কারণ কী?

উত্তর : কবি এই কবিতায় হাটের মধ্যে জীবননাট্যেরই নিত্য অভিনয় লক্ষ করেছেন। মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে যেভাবে একই মানবলীলা যুগে যুগে নতুন নতুন নটনটীর সন্নিবেশে ফিরে ফিরে অভিনীত হয়, হাটেও যেন তেমনই। অন্তহীন মানুষের ধারা জীবনের হাটে এসে প্রতি যুগে নিজের দাম যাচাই করে। কেউ ক্রেতা পায়,কেউ পায় না। সমস্ত আন্তরিক সম্পর্কের গভীরেও এই ব্যবহারিক ও জাগতিক মূল্যবোধ কাজ করে। এই নিরিখেই আমরা চারপাশের মানুষেরও মূল্যায়ন করে থাকি। হাট যেন তার বিচিত্র অথচ নৈর্ব্যক্তিক চরিত্রের কারণে সেই শাশ্বত সত্যেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে।

৬. 'হাট'-কবিতায় দিন ও রাতের যে বিপরীতধর্মী দু'টি ছবি ফুটে উঠেছে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

আলোচনা : 'হাট'-কবিতায় সকাল ও রাত্রির বিপরীত যে দুইটি ছবি ফুটে উঠেছে তার মাধ্যমে হাটের বিশিষ্ট চরিত্রটিই প্রকাশিত হয়েছে। দিনের বেলায় অগণিত ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড়ে, বেচাকেনা ও দরাদরির হট্টগোলে এবং মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত যাতায়াতে হাট থাকে সরগরম। বিকালে সকলে বাড়ি ফিরে গেলে নির্জন হাটে যেন দলছাড়া নিঃসঙ্গ কাকের পাখনায় ক্রমে আঁধার নেমে আসে। দূরের গ্রামগুলিতে আলো জ্বলে উঠলেও হাটের শূন্য দোচালাগুলিতে কেউ আলো জ্বালায় না। সারারাত দোকানের জীর্ণ বাঁশের ফাঁক দিয়ে প্রবাহিত বাতাস বংশীধ্বনি উৎপন্ন করলেও তা শোনার মতো কেউ থাকে না। হাট সকলের হয়েও তা প্রকৃতপক্ষে যে কারোরই নয়, দিন ও রাতের ছবির এই বৈপরীত্য থেকে হাটের সেই বিশিষ্ট নৈর্ব্যক্তিক রূপটিই প্রকাশ পায়।

৭. হাটের স্থান ছাড়িয়ে দূরের গ্রামের ছবি কীভাবে কবিতায় ফুটে উঠেছে?

আলোচনা : কবিতায় সরাসরি গ্রামের কথা খুব না থাকলেও এমন কিছু ইঙ্গিত আছে যা থেকে একটি ছবি এঁকে নেওয়া সম্ভব। তাছাড়া হাটের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এমন কথার সম্পূর্ণ বিপরীত বিবরণ অনুমান করে নিয়েও ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে গ্রামের ছবি আঁকা যেতে পারে। হাটকে কেন্দ্র করে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে দশবারোখানি গ্রাম। বেচাকেনা সাঙ্গ করে সকলে সেখানেই ফিরে যায়। প্রতিদিন সকালে ঝাঁট দেওয়া কিংবা সন্ধ্যেবেলা মঙ্গলদীপ জ্বালানোর মধ্য দিয়ে মানুষের সৌন্দর্যবোধ, পরিচ্ছন্নতার প্রতি আসক্তি আর মঙ্গলচেতনার সেখানে নিত্য প্রকাশ ঘটে। হাটে যেমন রাতে মানুষের পদার্পণ ঘটে না, গ্রামে তেমন নয়। বরং তা ক্লান্ত মানুষের ফিরে আসবার নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। হাটে যেমন মানুষে-মানুষে সম্পর্ক শুধুই ব্যবসায়িক, গ্রামে তা নয়। এখানে তা ব্যক্তিগত উষ্ণতায় জীবন্ত ও মধুর।

৮. এই কবিতায় প্রকৃতির ছবি কীভাবে অসীম মমতায় আঁকা হয়েছে তা আলোচনা করো।

আলোচনা : 'হাট' কবিতায় প্রকৃতির নানা প্রকীর্ণ দৃশ্য ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। দশবারোখানি গ্রামের মাঝে বিস্তীর্ণ মাঠে বসে হাট। পূর্বদিকের মাঠে জড়ো হওয়া বকগুলি গোধূলি লগ্নে পশ্চিমপানে উড়ে যায়। মনে হয়, দিনের আলো তাদের পাখায় পাখায় মুছে গেল। এমনকী কাকগুলিও বাসায় ফেরে। নদীর বাতাস পাকুড় গাছের শাখায় এসে শ্বাস ছাড়ে। দলছাড়া একক একটি কাকের করুণ ডাকে চরাচরে ক্রমশ রাত নেমে আসে। সারারাত দোকানের জীর্ণ বাঁশগুলির ফাঁক দিয়ে উদাস বাতাস হু-হু করে বয়ে যায়। পরেরদিন সকালে এই হাটের চেহারাই যাবে বদলে। লোকের ভিড়ে আর হই-হট্টগোলে তাকে আর আগের রাতের সঙ্গে মেলানোই যাবে না। উদার আকাশের নীচে খোলা হাওয়ায় হাটকে কেন্দ্র করে মানুষের এই জীবননাট্যের অভিনয় নিত্য ঘটে চলেছে।

৯. "নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা/ পুরোনো হাটের মেলা;/ দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী/ নিত্য নাটের খেলা।"--- এখানে কি কেবল বাস্তব হাটের কথাই বলা হয়েছে?

আলোচনা : যে কবিতায় একসঙ্গে একাধিক অর্থ থাকে, অর্থাৎ একটি বাইরের মানে এবং এক বা একাধিক গভীরতর অর্থ যে কবিতায় থাকে, তাকে বলা হয় রূপক কবিতা। 'হাট' কবিতাটি সেই অর্থে রূপক কবিতা। এ কবিতা বহিরঙ্গে একটি হাটের বিবরণ হলেও গভীরতর অর্থে মানবজীবনের কথাই এখানে আলোচিত হয়েছে। হাটের মতোই জীবনেও আমরা কত মানুষের সঙ্গে মিলিত হই, কত বিচিত্র লেনদেনের সূত্রে তৈরি হয় যোগাযোগ, আবার সেই যোগ ভেঙ্গেও যায় কত সহজেই। কখনও কখনও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও হাটের মতোই অধিকাংশ সম্পর্কের মূলে থাকে ব্যবহারিক প্রয়োজন ও ব্যবসায়িকতা। এই আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কেউ কেউ জেতে, হেরেও যায় অনেকে। সকালের জমজমাট হাটের মতো মানুষেরও যৌবনকাল কাটে প্রবল কর্মব্যস্ততায়, রাত্রিকালীন হাটের মতো ক্রমে মানুষের জীবনে নেমে আসে বার্ধক্য ও মৃত্যুর নির্জন অন্ধকার। হাট যেমন চিরপুরাতন হয়েও প্রতিদিনই নিত্যনতুন, ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু হলেও মানবধারাও তেমনই একই ছন্দে নিত্য প্রবহমান। সুতরাং 'হাট' কবিতায় কেবল হাটের বর্ণনাই নয়, বস্তুত মানব জীবনের ব্যাখ্যাই করা হয়েছে এবং কবিতাটিও রূপক কবিতা হিসেবে সার্থকতা পেয়েছে।

১০. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে দুঃখবাদী কবি কেন বলা হয়েছে?

আলোচনা : আধুনিক সময়ের জটিলতা এবং যুগযন্ত্রণা থেকে মানুষের মধ্যে তৈরি হয় গভীর হতাশার বোধ। আনন্দ বা আশা নয়, মানুষের জীবনের মর্মে রয়েছে দুঃখ ও নিরাশা, এই বিশিষ্ট মনোভঙ্গিকেই 'দুঃখবাদ' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কবি যতীন্দ্রনাথ এই অর্থেই দুঃখবাদী। তাঁর কাব্যগ্রন্থের 'মরুমায়া', 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'সায়ম্', 'ত্রিযামা' প্রভৃতি নামকরণ থেকেও এ কথার সাক্ষ্য মিলবে। এই কবিতাতেও তার প্রকাশ ঘটেছে। জীবন নৈর্ব্যক্তিক ও নিষ্ঠুর, ন্যায়নীতি বা দয়া, প্রেম, করুণার স্থান সেখানে নেই। হাটে যেমন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক কেবলই ব্যবসায়িক, কেবলই লাভ-লোকসানের, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও লাভের প্রত্যাশা ও স্বার্থবোধ সেভাবেই যাবতীয় সম্পর্ককে আবিল করে তোলে। দিনের কর্মব্যস্ত হাট এবং রাতের জনমানবহীন হাটের দুটি ছবির বৈপরীত্যের মতো মানুষের জীবনেও দৃপ্ত ও উচ্ছল যৌবনের পর নেমে আসে নিরালা ও মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন অন্ধকার। "বাজে বায়ু আসি' বিদ্রুপ-বাঁশি/ জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে", " শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,/ শত হাতে সহি পরখের ছল---/ বিকালবেলায় বিকায় হেলায়/ সহিয়া নীরব ব্যথা।" কিংবা "কানাকড়ি নিয়ে

কত টানাটানি" বা "কেহ কাঁদে, কেহ গটে কড়ি বাঁধে"- জাতীয় উদ্ধৃতিগুলি কবির সেই নৈরাশ্যপীড়িত, দুঃখবাদী এবং বিদ্রুপাত্মক মনোভাবের পরিচয়ই বহন করে।